দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 31 MAY 2005
পৃষ্ঠা ... ১৭ কলাম ৭

চালকের ঔদ্ধত্যে মারা গেল হ্যাপী

ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর পুলিশের ‘সন্ত্রাস’ কেন?

কামাল লোহানী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন মেধাবী ছাত্রী বেঘোরে প্রাণ হারাল নিশ্চয়তই বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণে। আইন না মেনে নিজের অবাধ্যতা দেখিয়ে যাত্রীদের আগে পৌছাবার কৌশলই হয়ত বা ছিল। কিন্তু এ নির্মম অপরাধ ওরই এক জোয়ান বোনকে এ পৃথিবী থেকে অকালে পৌছে দিল আরেক দুনিয়াতে। মুহূর্তের গোয়ার্তুমি যে কত বড় দুর্ঘটনায় একটি পরিবারের স্বপ্নসাধকে ভেঙে চুরমার করে দিল তা কি বুঝেছে ঐ নাদান চালক ব্যক্তিটি? নাকি জনরোষের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি এখনও খুঁজছে। জানি, দুর্ঘটনা আকস্মিক, নিয়ন্ত্রণহীন। কিন্তু এই দুর্ঘটনাকে কি দুর্ঘটনা বলা যাবে? নাকি একে হত্যাই বলা ঠিক হবে? যদি ‘হত্যা’ বলি তাহলে হত্যাকারী ঐ চালকের ‘মটিভ’ কি ছিল? মেয়েটিকে গাড়িচাপা দিয়ে মেরে ফেলা নয়, কারণ তার তো ওর সঙ্গে পূর্বশত্রুতা থাকার কথা নয়, তা হলে এটা স্পষ্ট যে, নাগরিকবোধের অভাব এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই নিকৃষ্টতম উদাহরণ।

মেয়েটির বাড়ি পঞ্চগড়ে। মেধা তালিকায় স্থান অধিকার করে যোগ্যতার সুবাদে সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিল। বেলা ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে এ্যাটেন্ড করতে হবে, তাই এর আগে মিরপুরে চিকিৎসারত অসুস্থ ভাইকে দেখতে গিয়েছিল বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে। শাহবাগের জনবহুল গোলকধাঁধার মোড়টি টপকাতে গিয়েছিল আরও কয়েকজনের সঙ্গে। তখন সিগন্যাল ছিল এমনই, যাতে ঐ বাসটির আসবার কথা নয়। অথচ কোথা থেকে এলো, চিলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল শাম্মী আক্তার হ্যাপীকে। জখম করল আরও ক'জনকে।

নিহত ছাত্রী শাম্মী আক্তার হ্যাপী

খবর পৌছল ক্যাম্পাসে। যা হবার তাই হলো। সাধারণ ছাত্রছাত্রী ছুটে এলো তাদের সতীর্থকে দেখতে। খুব স্বাভাবিক কারণেই উত্তেজিত ক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ। তারুণ্যের ঔদ্ধত্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণহীন করে ফেলেছে তবে শান্তিরক্ষী বাহিনী পুলিশ ছাত্রদেরই বেধড়ক পেটাতে শুরু করল। ওহ! কী সে লাঠিপেটা। সহ্য করা যায় না, দেহে এবং চোখেও। কী আশ্চর্য, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কি পুলিশকে এই "লাঠিয়াল' কিংবা 'সন্ত্রাসী' ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেই হবে? তারা কি কখনই চেষ্টা করে দেখবে না অন্য কোন উপায়ে পরিস্থিতি বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বাগে আনা যাবে কিনা? মারতে হবেই? মেরে হাত-পা ভেঙে দিতেই হবে? কাঁদানে গ্যাস কিংবা জলকামান ব্যবহার না করে কি এদের ফেরানো যায় না? নাকি এটাই সহজ পদ্ধতি? নাকি পুলিশকে এই পেটানো বা মানুষকে মারার ট্রেনিংই দেয়া হয়েছে? তা না হলে, চারুকলা ইনস্টিটিউটের গেট ভেঙে পরীক্ষারত ছাত্রছাত্রীদের পেটানো কি প্রয়োজন ছিল? ইনস্টিটিউটের শিক্ষক প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট-শিল্পী রফিকুন নবী এবং শিশির ভট্টাচার্য পুলিশকে শান্ত করতে গিয়ে নিজেরাই 'শাস্তি' পেয়েছেন পুলিশের হাতে? স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কাছে কি প্রশ্ন করা যায়, এই বয়সী ও পরিচিত শিল্পী-শিক্ষকদের কিংবা পরীক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হওয়ার কারণ কি অথবা ওদের শিল্পকর্মইবা কি অপরাধ করেছিল যে ওগুলো তাচ্ছুর করেছে 'সন্ত্রাসী' পুলিশ?

এমন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পরীক্ষার্থী চারু ছাত্রছাত্রী অনির্দিষ্টকালের জন্য পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচী দিতে বাধ্য হয়েছে। ওরা দাবি তুলেছে উপাচার্যকে চারুকলায় এসে 'কেন এমন হলো', তার ব্যাখ্যা দিতে। বার্থ প্রোক্টরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এদিকে নিহত শাম্মী আক্তার হ্যাপীর লাশ ময়না তদন্তের পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কেন জানাজা পড়তে দেয়া হলো না, এ নিয়ে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে। বিএনপি সমর্থক ছাত্রদলের ক্যাডাররা কেন জানাজায় বাধার সৃষ্টি করল? প্রগতিশীল ছাত্রঐক্য এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেছে। কেন এভাবে ছাত্র-শিক্ষক পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হবেন, কৈফিয়ত চেয়েছে। ক্যাম্পাস এলাকায় ভারি যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেছেন, তাঁরাও শোকাহত। তিনি ট্রাফিক ব্যবস্থাকে জোরদার করতে বিশেষ করে ক্যাম্পাসের আশপাশের রাস্তাগুলোয় 'স্পীডব্রেকার' তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছেন। এ সবই হলো, কিন্তু দরজা ভেঙে ক্লাসে ঢুকে ছাত্র-শিক্ষকদের লাঞ্ছনার কি হবে? পুলিশ কি তাদের খেয়াল খুশিমতো যা খুশি তাই করতে থাকবে? শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পুলিশ নাকি জনগণের সেবক। মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, নতুন নতুন আইজি এমনই উপদেশ-পরামর্শ দিয়েই যাচ্ছেন। কিন্তু পুলিশকে কোন শাস্তি কিংবা শোধরানোর কথা বলছেন না কেউই। পুলিশ রাষ্ট্রের কর্মচারী, তাদের আচরণ সবার সঙ্গেই একই রকম হওয়া উচিত, তা হয়ই না। ক্ষমতাসীন দলের ভাড়াটের মতো আচরণ করে এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাস' চালায়।